মেহেরপুরে জেলা বিএনপির যৌথ সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে জেলা ও অধীনস্থ পাঁচটি ইউনিট এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার বিকেল ৪টায় মেহেরপুর কমিউনিটি সেন্টারে এ সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির সভাপতি ও মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক জাভেদ মাসুদ মিলন। সঞ্চালনা করেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান।

সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সদস্য আলমগীর খান ছাতু, আব্দুল্লাহ, রেজাউল হক, মীর ফারুক, হাফিজুর রহমান; জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন ও আখেরুজ্জামান; সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ ও সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম; মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান; গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজউদ্দিন কালু ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল; পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ ও সাধারণ সম্পাদক এহান উদ্দিন মনা; গাংনী পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা ও সাধারণ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম; জেলা জজ কোর্টের পিপি অ্যাডভোকেট নজরুল ইসলাম; জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেননসহ ইউনিয়ন বিএনপির নেতাকর্মীরা।

সভায় সংগঠনকে শক্তিশালী করা, তৃণমূল পর্যায়ে কার্যক্রম জোরদার করা এবং সামনের রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করা হয়।

গাংনীতে বিএনপি নেতা জাফরের

বিরুদ্ধে দুই গ্রামবাসীর মানববন্ধন

গ্রামবাসীকে হয়রানির অভিযোগ তুলে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাফর আকবরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিতে মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসী।

রোববার বিকেলে উপজেলার মাইলমারি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে লক্ষীনারায়ণপুর ধলা ও মাইলমারি গ্রামের বাসিন্দাদের উদ্যোগে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিএনপি নেতাকর্মীদের পাশাপাশি বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন। মানববন্ধনে বিপুল সংখ্যক নারীর উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

কাথুলী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি আব্দুর রউফ মাস্টারের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন ৮ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. বাবলু মিয়া, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেন এবং মাইলমারি গ্রামের ইউপি সদস্য কাবের আলীর স্ত্রীসহ অনেকে।

মানববন্ধনে বক্তারা অভিযোগ করেন, জাফর আকবর তার প্রভাব খাটিয়ে গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করছেন। তারা দাবি করেন, তার কর্মকাণ্ডের কারণে সাধারণ মানুষ ভোগান্তিতে পড়ছেন।

এছাড়া বক্তারা আরও অভিযোগ করেন, তিনি ব্যক্তিস্বার্থে দলীয় ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করছেন এবং অতীতে রাজনৈতিকভাবে বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন।

মানববন্ধনে বক্তারা জাফর আকবরের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দলের শীর্ষ নেতৃত্বের প্রতি আহ্বান জানান।

মেহেরপুরে বিএনপির উদ্যোগে

মহান মে দিবস পালন

মহান মে দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির উদ্যোগে বর্ণাঢ্য মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার সকালে জেলা বিএনপির সভাপতি ও জেলা পরিষদের প্রশাসক জাবেদ মাসুদ মিল্টন এবং সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে মিছিলটি কোর্ট রোড থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা বিএনপির কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়।

মিছিলে জেলা, উপজেলা ও পৌর বিএনপি এবং অঙ্গসংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী অংশ নেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মোঃ আমিরুল ইসলাম, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুল লতিফ, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকাবিল্লাহসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

শৈলকূপায় বিএনপি’র দু’পক্ষের সংঘর্ষে বৃদ্ধ নিহত, আহত ৩০

ঝিনাইদহের শৈলকূপায় সামাজিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিরোধের জেরে স্থানীয় বিএনপি’র দু’পক্ষের সংঘর্ষে মোহন শেখ (৬৫) নামে একবৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন নারী-পুরুষসহ আরও অন্তত ৩০ জন।

বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল) সকাল ১০টার দিকে উপজেলার মাধবপুর গ্রামে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, সামাজিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে সকালে মনোহরপুর ইউনিয়নের মাধবপুর গ্রামের খাল পাড়ায় ইউনিয়ন বিএনপির সহসভাপতি ও

ওয়ার্ড বিএনপি সভাপতি সাবেক ইউপি সদস্য ছের আলী ও ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মশিউর গ্রুপের মধ্যে এই সংঘর্ষ শুরু হয়। সংঘর্ষ চলাকালে প্রতিপক্ষের হামলায় মশিউর গ্রুপের সমর্থক মোহন শেখ (৬৫) নামে একজন নিহত হন। নিহতের খবর ছড়িয়ে পড়লে উভয়পক্ষের লোকজন ফের সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এসময় অন্তত আরও ৩০ জন আহত হন।

এসময় গ্রামের কয়েকটি বাড়িঘরে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ওই এলাকায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। ওই এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. রাশেদ আল মামুন বলেন, মোহন শেখ নামে ওই ব্যক্তি হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই মারা গেছেন। আরও ৩০ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। আহতদের মধ্যে আব্বাস শেখ নামে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

শৈলকুপা থানার ওসি হুমায়ুন কবির মোল্লা বলেন, ওই গ্রামের পরিস্থিতি এখনো উত্তপ্ত। দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ছে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

গাংনীতে বিএনপি নেতাকে গুলির ঘটনায় মামলা, গ্রেফতার ১

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামের বিএনপি নেতা মুকুল হোসেনকে গুলি করে হত্যাচেষ্টার ঘটনায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। তার মেয়ে স্বর্ণালী সাবনম বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন।

মামলা নম্বর ৩১, তারিখ ২০ এপ্রিল ২০২৬। মামলায় এজাহারভুক্ত তিনজনসহ অজ্ঞাত আরও ১০-১২ জনকে আসামি করা হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, মামলার প্রধান আসামি স্থানীয় আওয়ামী

লীগ নেতা ও সাহারবাটি বাজারের ওয়ার্কশপ মালিক আতাউর রহমান টোকনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য আসামিদের গ্রেফতার ও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

এদিকে হামলাকারীদের গ্রেফতারের দাবিতে মঙ্গলবার দুপুরে গাংনী উপজেলা চত্বরে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বিএনপির নেতাকর্মীরা।

গাংনী পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ইমন হোসেনের নেতৃত্বে মিছিলটি অনুষ্ঠিত হয়। এতে আরও উপস্থিত ছিলেন পৌর জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভী, যুবদল নেতা সাহিবুল ইসলামসহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা।

উল্লেখ্য, সাহারবাটি ইউনিয়ন বিএনপির ক্রীড়া সম্পাদক মুকুল হোসেনকে সোমবার ভোরে কাথুলি সড়কের সাহারবাটি ও ভাটপাড়ার মাঝামাঝি কাশেম মোড় এলাকায় গুলি করে দুর্বৃত্তরা। তাকে লক্ষ্য করে পাঁচটি গুলি ছোড়া হলে চারটি গুলি তার শরীরে বিদ্ধ হয়।

গুরুতর আহত অবস্থায় প্রথমে তাকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং পরে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়।

সেখানে অস্ত্রোপচার করে পিঠের দুটি গুলি বের করা সম্ভব না হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সংরক্ষিত আসনের বিএনপির প্রার্থী ফরিদা ইয়াসমিন

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সংরক্ষিত নারী আসনে বিএনপির সংসদ সদস্য প্রার্থী হিসাবে কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা উপজেলার বাসিন্দা বিএনপি’র কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ফরিদা ইয়াসমিনের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

সোমবার বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী আহমেদ সংবাদ সম্মেলনে তার নাম ঘোষণা করেন।

গাংনীর সাহারবাটিতে বিএনপি নেতাকে গুলি, মুমূর্ষু অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রাম বিএনপির সহসভাপতি মুকুল হোসেনকে গুলি করেছে দূর্বৃত্তরা।
আজ সোমবার ভোর পাঁচটার সময় কাথুলি সড়কের সাহারবাটি ও ভাটপাড়ার মাঝামাঝি কাশেম মোড় নামক স্থানে এই গুলির ঘটনা ঘটে।
মুকুল হোসেন সাহারবাটি ইউনিয়ন বিএনপির ও ক্রিড়া বিষয়ক সম্পাদক ও সাহারবাটি গ্রামের নেক মহাম্মদের ছেলে।
তার বুকে ও পিঠে পাঁচটি গুলি করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শিরা। তাকে মূমূর্ষ অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও পরে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বর্তমানে চিকিৎসা চলছে।
ঘটনার পরপরই গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উত্তম কুমার দাসের নেতৃত্বে পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌছেছে।
ঘটনাস্থল থেকে গুলির চারটি খোসা উদ্ধার করেছে।
স্থানীয়রা জানান, ফজরের আযানের পর রাস্তায় হাটতে বের হন মুকুল। সাাহারবাটী বাংগালপাড়া কাশেম মোড়ে পৌছালে মুকুলের ওপর গুলি করতে থাকে তিনজন। এসময় তাদের সাথে মুকুলের ধস্তাধস্তি হয়। পরে মুকুল মাটিতে লুটিয়ে পড়লে চিৎকার দেয় মুকুল। এসময় স্থানীরা তাকে উদ্বার করে হাসপাতালে নেয়া হয়। বর্তমানে তার অবস্থা আশংকাজনক। সাবেক ইউপি সদস্য ফরমান আলী জানান, ভোরে শুনতে পাই মুকুলকে ৫ টি গুলি করা হয়েছে। ঘটনা স্থলে গিয়ে দেখি মুকুলের শরীরের বিভিন্ন অংশে গুলি করা হয়েছে। তাকে উদ্বার করে হাসপাতালে নেয়া হয়। স্থানীয় বিএনপি নেতা বক্কার আলী জানান, বিএনপি নেতা মুকুলের ওপর এর আগেও একাধিকার বোমা হামলা করে হত্যা চেষ্টা করা হয়। এবারও তাকে হত্যার জন্য ৫ টি গুলি করা হয়েছে। এতে অন্যান্য নেতাকর্মীদের মধ্যে আতংক বিরাজ করছে।
সাাহারবাটীর আবুল কাশেম বলেন, আমরা ফজরের নামাজের জন্য মসজিদে

যাচ্ছিলাম, আমাদের সামনে দিয়ে মুকুল হাটতে বের হয়। কিছ্ক্ষণ পরে শুনছি মুকুলকে গুলি করা হয়েছে।
মুকুল হোসেনকে এর আগেও দুই দফায় বোমা হামলা চালিয়েছিল দূর্বৃত্তরা।
ওসি উত্তম কুমার দাস জানান, গুলির ঘটনা জানতে পেরে আমিসহ পুলিশের একটি টীম ঘটনাস্থলে এসে চারটি গুলির খোসা উদ্বার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

মুজিবনগরে বর্ণাঢ্য র্যালি ও পান্তা উৎসবে বিএনপির নববর্ষ উদযাপন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে উৎসবমুখর পরিবেশে বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩ উদযাপিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৮টায় মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য র্যালি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পান্তা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

বর্ষবরণ উপলক্ষে উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলামের নেতৃত্বে একটি বর্ণাঢ্য বৈশাখী শোভাযাত্রা উপজেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে উপজেলার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পুনরায় উপজেলা বিএনপি কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়।

সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পান্তা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিএনপি ও এর অঙ্গ-সংগঠন যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, কৃষক দল এবং ছাত্রদলের সর্বস্তরের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।

বৈশাখী শোভাযাত্রা ও পান্তা উৎসবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক হাজী মশিউর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক হারুনুর রশিদ, বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলাম, দারিয়াপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি হাফিজুর রহমান, মহাজনপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল হক কালু এবং উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আনারুল ইসলাম।

এছাড়াও জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক এস এম সালাউদ্দীন,

সরকারি কলেজ ছাত্রদলের আহবায়ক লিংকন, বিএনপি নেতা জহিরুল ইসলাম সাজু, নিয়ত, ওমর ফারুকসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সাংস্কৃতিক সম্প্রীতি ও জাতীয় ঐক্যের আহ্বান জানিয়ে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটি স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। শেষে উপজেলা বিএনপি কার্যালয়ে ঐতিহ্যবাহী পান্তা উৎসবের মধ্য দিয়ে উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

কোটচাঁদপুরে বিএনপি নেতৃবৃন্দের প্রতিবাদ সভা

কোটচাঁদপুর উপজেলা ও পৌর বিএনপির নেতৃবৃন্দের স্বেচ্ছাচারিতা এবং অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দকে অবমূল্যায়নের অভিযোগে প্রতিবাদ সভা করেছেন দলের ১১টি অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ। গত শুক্রবার বিকেলে স্থানীয় প্রিজন ক্লাবে এ প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কোটচাঁদপুর পৌর যুবদলের আহ্বায়ক আবুল হোসেন।

এ সময় বক্তব্য রাখেন উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আশরাফুজ্জামান খান মুকুল, সদস্য সচিব মাহফুজুল আলম মামুন, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শরিফুল ইসলাম (শান্ত), পৌর যুবদলের সদস্য সচিব শাহানুর রহমান (শাহান), উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক কামরুজ্জামান সিদ্দিক, সদস্য সচিব হাফিজুর রহমান, উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক নাসির উদ্দীন লিওয়ন, সদস্য সচিব হুমায়ুন কবির হীরা, পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক বাধন রাজবীর (নিশু), সদস্য সচিব ফজলে রাব্বী, উপজেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক রফিকুল ইসলাম, সদস্য সচিব আবুল কাশেম (বাবু) এবং পৌর কৃষক দলের আহ্বায়ক ফিরোজ উদ্দিন (মানিক)।

বক্তারা বলেন, দীর্ঘদিন দলের পক্ষে কাজ করে আমরা হামলা-মামলার শিকার হয়েছি। এখন ৫ আগস্টের পরের নেতাকর্মীদের ভিড়ে আমাদের খুঁজে পাওয়া কষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তারা বলেন, আমরা বেশ কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করছি, নেতৃবৃন্দ আমাদের বাদ দিয়ে একটি দলের সঙ্গে ভাগাভাগিতে ব্যস্ত রয়েছেন। আমরা তাদের বলতে চাই, আপনারা এমনটি করবেন না। আমাদের কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের ডাকুন এবং বসে সমস্যার সমাধান

করুন।

উল্লেখ্য, এর আগে নেতৃবৃন্দের সঙ্গে অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দের কিছু বিষয় নিয়ে দূরত্ব সৃষ্টি হয়, যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে শুক্রবার অ্যাটর্নি জেনারেল রুহুল কুদ্দুস কাজলের সঙ্গে স্থানীয় সুধী সমাজের মতবিনিময় সভাকে কেন্দ্র করে। ওই দিন অনুষ্ঠানে যথাযথ মূল্যায়ন না পেয়ে দলের অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

এ ব্যাপারে উপজেলা বিএনপির সভাপতি ও এলাঙ্গী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক বলেন, অনুষ্ঠানের আগে আমি ব্যক্তিগতভাবে অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মোবাইলে কথা বলেছি। এখন তারা যে অভিযোগ করছেন, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। অঙ্গসংগঠনের ওই নেতাকর্মীরা এসব করে দলের মধ্যে বিভেদ তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছেন।

মেহেরপুরে জিয়া খাল খনন উদ্বোধন উপলক্ষে বিএনপির আলোচনা সভা

মেহেরপুর সদর উপজেলার বলিয়ারপুর গ্রামে জিয়া খাল খননের উদ্বোধন এবং আসন্ন পহেলা বৈশাখ উদযাপন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার সন্ধ্যায় জেলা বিএনপির কার্যালয়ে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ।

২ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি শামসুর রহমানের সভাপতিত্বে

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন আব্দুস সালাম, সাংগঠনিক সম্পাদক এনামুল হক, যুগ্ম সম্পাদক নবীনা মল্লিকসহ স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীরা।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ড বিএনপির সদস্য আলাল মালিথা, খোকনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বক্তারা জিয়া খাল খনন কার্যক্রমের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, এ উদ্যোগ এলাকার কৃষি উন্নয়ন ও পানি নিষ্কাশনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। পাশাপাশি পহেলা বৈশাখ উদযাপনের মাধ্যমে বাঙালির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ধরে রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।